এদেশের রাজনীতি– আত্মজিজ্ঞাসা ও বিবেকবোধ

(প্রকাশিত শিরোনামঃ আত্মজিজ্ঞাসায় মিলবে সমাধান)

পুরো দেশের উপর দিয়ে এখন রাজনীতির ঝড়ো দমকা হাওয়া বয়ে যাচ্ছে। এতে তছনছ হচ্ছে সাধারণ মানুষের শান্তিপূর্ণ বসবাস, দেশের অর্থনীতি, সুস্থ সামাজিক জীবন। চারদিকে কোনো আশার আলো নেই; শুধুই সংঘাত ও জিঘাংসা। সত্য-মিথ্যার কোনো বাচবিচার নেই। মহান রাজনীতিবিদরা তাদের স্বভাবসুলভ গলা উঁচিয়ে সত্য-মিথ্যার সংমিশ্রণে যুক্তি-তর্কের আসর বেশ ভালোভাবেই জমিয়েছেন। নেতারা গলা উঁচিয়ে একটা কিছু উচ্চারণ করতে পারলেই সমঝদাররা কথাটাকে লুফে নিচ্ছে। চায়ের দোকানে, পথে-ঘাটে চলছে বক্তব্য, পাল্টা বক্তব্য। চলছে জেদাজেদির পালা। আমরা নাচনেওয়ালারা সেই তালে তালে নাচছি। আমরা দেশ নিয়ে ভাবছি না, দেশের মানুষ নিয়েও ভাবছি না, পরিণতি নিয়েও ভাবছি না, পদ ও ক্ষমতা নিয়ে ভাবছি। 'পিরিতে মজেছে মন, কি-বা মুচি, কি-বা ডোম।' ন্যায়-অন্যায় বোধও আমাদের কারো কারো লোপ পেয়েছে। জনসাধারণের মধ্যে দাঁড়িয়ে প্রকাশ্যে অনেকে প্রলাপ বকছি। সালিস-দরবার করতে ভিনদেশি মোড়লদের আহ্বান করছি, কখনোবা তারা স্বেচ্ছায় আসছেন। কেউ কেউ দূতিয়ালি করতে তলে তলে কোনো না কোনো দলের পক্ষাবলম্বন করছে, ন্যূনতম নীতিবোধের তোয়াক্কা করছে না। আমরা সাধারণ মানুষ 'চেয়ে চেয়ে দেখলাম, বলার কিছু ছিল না'। দীর্ঘ বছর ধরেই ভোটের রাজনীতি এলেই তৃতীয় পক্ষের সালিস-দরবার আমাদের দরকার হয়। অধিকাংশ সময় সে সালিসেও কাজ হয় না। যে যার অবস্থানে কথার মারপ্যাচ দেখিয়ে অনড় থাকি। এটা আমাদের স্বভাবে পরিণত হয়েছে। বিদেশী সালিসদারদের কারো আগমন ও প্রস্থান নিয়েও কথার প্যাচ লাগিয়ে মুখরোচক কথা তৈরি করে যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে দিই। আত্মমর্যাদা ও আত্মজিজ্ঞাসার জায়গাটা ফাঁকা রয়ে যায়। কোনো কোনো দেশ নিজের স্বার্থবিরোধী কিছু বললে গায়ে জ্বালা ধরে। আবার অন্য কোনো দেশ নিজের পক্ষে কিছু বললে খুব ভালো লাগে। অগতির গতি ভাবি, আশায় বুক বাঁধি। নিজেদেরকে অন্যদের কাছে হেয় প্রতিপন্ন করতে একটুও কুণ্ঠিত বোধ করি না; আত্মশ্লাঘায় অটুট থাকি। মানবিক চরিত্রের এ আবার কেমন বৈশিষ্ট্য!

স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এক জোট হয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাঠে নেমেছিল। এখন আর তারা তা পারতপক্ষে করে না। তারা আশাহত হয়েছে। নেড়া একবারই বেল তলায় যায়। তারা এখন মিথ্যার বিরুদ্ধে ততটা প্রতিবাদী হয়ে ওঠে না। তারা এখন বুঝতে শিখেছে, গণতন্ত্র থাক বা না-ই থাক, সাধারণ মানুষের কোনো লাভ নেই, অল্প কিছু লোকের লাভ। এদেশে রাজনীতি মানেই 'বিশাল জনগোষ্ঠীর আত্মত্যাগে মুষ্ঠিমেয় কিছু সুযোগসন্ধানী লোকের পোয়াবারো'। তাই সত্য-মিথ্যা তাদের কাছে গা সওয়া হয়ে গেছে। তাদের গতর খাটিয়ে উপায় করেই জীবন চালাতে হবে– এ নিদেন বুঝ তাদের মধ্যে দিনশেষে চলে এসেছে। আপনি বাঁচলে বাপের নাম বুঝতে শিখেছে। তাইতো এখন যে দলই হোক কাউকে মিটিং-মিছিল শ্লোগানে নিতে গেলে দুপুরে বিরানির প্যাকেট হাতে ধরিয়ে দিতে হয়, নগদও কিছু দিতে হয়। এছাড়া শ্লোগানে লোক পাওয়া যায় না। এসব কথার আরেকটা দিকও আছে। ইতিহাস ঘাটলে দেখা যায়, বাঙালির বৈশিষ্ট্য এমন যে, আমরা বাঙালিরা সহজে মানুষকে বিশ্বাস করে ফেলি, কাউকে সহজেই আপন ভাবতে শিখি। প্রয়োজনে প্রাণখুলে ফুলের মালা গলায় পরিয়ে দিই। আবার পরক্ষণেই অপাত্রে ফুলের মালা দেওয়া হয়েছে এমন মোহভঙ্গ হলে মালা কেড়ে নিয়ে তাকে আঁস্তাকুড়েও বিনা দ্বিধায় নিক্ষেপ করি। সবক্ষেত্রেই বাঙালির বৈশিষ্ট্যকে মাথায় রেখে এগিয়ে চলা দরকার। এসব ভাবনা মাথার মধ্যে অবিরাম ঘুরপাক খেলে রাজনীতি বাদে শিক্ষা বিষয়ে কোনো কিছু লিখতে কলম চলে না।

যদিও শিক্ষা নিয়ে আজকের লেখাটা লিখতে চেয়েছিলাম, শেষে ব্যর্থ হয়ে এ লেখার অবতারণা। উদাসী মন বাগ মানে না। মন বাস্তব অবস্থার দিকে টানে। আবার পাঠকও শিক্ষা বিষয়ে লেখা পড়তে আগ্রহী হবেন কিনা, মনে সংশয়। তাই আজকের শিক্ষাভাবনা শিঁকেই উঠেছে। বিচ্ছিন্নভাবে কিছু লিখে পৃষ্ঠা ভরছি। বলতে দ্বিধা নেই, এই বায়ান্নটা বছরে আমরা কর্দমাক্ত রাজনীতির পাঁক-কাদায় আটকা পড়ে একই জায়গায় ঘুরপাক খাচ্ছি। খাঁড়া হয়ে দাঁড়াতে পারছি না, সামনেও এগোতে পারছি না। নেই বিবেকের সামান্যতম দংশন। রাজনীতি এখন পথ হারিয়ে পেটনীতি, উদগ্র স্বার্থনীতি, দুর্নীতি, ভ্রান্তনীতিতে পর্যবসিত হয়েছে। তাই এত দ্বন্দ্ব-সংঘাত, ক্ষমতা দখলের পাঁয়তারা; বিবেক ও আত্মজিজ্ঞাসাকে রাস্তার চৌমাথায় জনসমক্ষে দাঁড়িয়ে কুরবানি দিয়েছি। রাজনীতির মান যত নিম্ন পর্যায়েই নামুক না কেন, আমরা যে রাজনীতিপ্রিয় জাতিতে পরিণত হয়েছি, আমাদের আত্মমর্যাদা বিশ্ববাসীর কাছে ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে, ক্ষমতার মোহে আমরা তা ভুলে যাই। এটা বিশ্বের কাছে সর্বজনবিদিত। আমাদের বিবাদ মিমাংসা করা তাই অনেক কঠিন। আমরা বিচার মানি, কিন্তু তালগাছটা আমার এই শর্তে। আমরা যার যার অবস্থানে দাঁড়িয়ে মহামহিম। রাজনৈতিক পক্ষগুলোর একটা নাবলা কথা বেশ ভালো লাগে, 'আমরা যা করি তা তোমরা কোরো না, বরং আমরা যা বলি তা তোমরা পালন করো'। এদেশের সাধারণ মানুষের অন্তরের ভাষা আমরা বুঝতে চাইনে, বুঝেও না বোঝার ভান করি। নিজের ক্ষমতা পাকাপোক্ত করতে, বিদেশী প্রভু ও স্বার্থবাদী পক্ষকে খুশি করতে কতটুকু পেরেছি, সেটা ভাবতে পেরেই মহাখুশি। বিদেশী পক্ষকে ইনিয়ে-বিনিয়ে বুঝ একটা দিয়ে দিতে পারলেই আত্মতুষ্ট হই। এসবই আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

জেগে ঘুমানো লোককে জাগানো কোনোক্রমেই সম্ভব নয়। আমার এই চাঁছাছোলা কথায় অনেকে রুষ্ট হন জানি, কিন্তু আমি অনন্যোপায় হয়েই বলি। পক্ষ-বিপক্ষ সব দলকেই বলতে ইচ্ছে করে, 'যে পথ দিয়ে চলে এলি, সেপথ এখন ভুলে গেলি রে, কেমন করে ফিরবি তাহার দ্বারে, মন মনরে আমার'। এতটা বছরে রাজনীতি যে পথ তৈরি করেছে, তা কালিমামাখা মনুষ্যত্ববোধের ধ্বংসলীলা, মিথ্যার দাপট, বলদর্পিত আচরণ, দুর্নীতির চারণক্ষেত্র ও আত্মঅহমিকা ছাড়া আর কিছু নয়। অনেক মানুষ তাদের মনুষ্যত্বসুলভ বৈশিষ্ট্য থেকে সরে এসেছে। ভুগছে দেশ ও দেশের মানুষ। এসব কথা আমরা কানে তুলি না। দেশের মান থাকলো, কি গেল– তা নিয়ে একটুও ভাবি না। আমার কথার ভাষায়, একগুয়ে মনোভাবে কারো হাস্যরসের পাত্র হলাম কী-না, তাও ভাবি না। শুধু ভাবি, কে কোন দল করে। নিজের দলের সাপোর্টার হলে যত খারাপ কাজই করুক না কেন, সে ভালো লোক। 'তুমি তাই, তুমি তাই গো, আমারো পরাণ যাহা চাই।' আমার কথাতে সায় দিতে না পারলেই তুমি যত ভালো কথাই বল না কেন, তুমি খারাপ লোক। সামাজিক মূল্যবোধ ও সামাজিক শিক্ষাকে পুরো ধ্বংস করে ফেলেছি। এসব দেখা ও ভাবার মতো লোকের সংখ্যাও নগণ্য। 'করিতে পারিনা কাজ, সদা ভয়, সদা লাজ, সংশয়ে সংকল্প নাহি টলে, পাছে লোকে কিছু বলে।' সত্য ভাষণ ও আইনের শাসনের বড্ড অভাব। মানুষের মনুষ্যত্ব যখন লোপ পায়, আমার লোক, নাকি অন্য দলের লোক, এ বিভাজন ছাড়া আর কোনো বিশ্লেষণ গত্যন্তর থাকে না। আমরা সেখানেই আছি। এ সবই আমাদের কুপমন্ডুকতা অথবা মানসিক দেউলিয়াপনা। দলাদলির উর্ধ্বেও যে কেউ-না-কেউ থাকতে পারে, আমরা স্বপ্নেও তা ভাবি না। নিজেকে দিয়ে সবাইকে ঢালাওভাবে বিবেচনা করি। গলা উঁচিয়ে সর্বৈব মিথ্যা বলতেও কারো রুচিতে বাধে না। আত্মজিজ্ঞাসা তো অনেক আগেই রাজনীতির মঞ্চ থেকে বিদায় নিয়েছে। বলতে গেলে, সামাজিক শিক্ষা ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মূল স্তম্ভই উপেক্ষিত। সমাজ ও পরিবেশ থেকে শিক্ষা ও মানবিকতার গুণ উঠে গেছে। উপরিগত শিক্ষাকথা সেজন্য এখন 'মাথায় মেরে টাকের যত্নের' শামিল। ছাত্রছাত্রীরা বাস্তবতা ও সমাজ থেকে শেখে এক, আর বইতে পড়ে আরেক। এই বৈপরীত্যই আমাদের কাল

হয়েছে। আমরা সাধু হই না, সাধু সাজি। আমরা মুখের জোরে স্বীকার না করলেও সত্য হচ্ছে– দেশের শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষার উন্নয়ন বিদ্যমান রাজনীতির ওপর নির্ভর করে। দেশের অর্থনীতি, আর্থিক লুটপাট, সাধারণ মানুষের দুর্দশাও রাজনীতির দশার ওপর নির্ভরশীল।

রাজনীতিবিদরা (?) ভাবতে শিখেছেন, দেশটাই তাদের। তাদের দেশ, তারা যা ইচ্ছে তাই করবেন। তারা রক্ষক হতে গিয়ে ভক্ষক হয়ে বসেছেন। তাদের দৃষ্টিতে হয়তো স্বপক্ষের রাজনীতি, নইলে বিরুদ্ধপক্ষের রাজনীতি– এর বাইরে আর কীইবা থাকতে পারে! এই বায়ান্ন বছরে রাজনীতিবিদরা এদেশ নিয়ে যে খেল দেখালেন, তাতে রাজনীতি-বিতৃষ্ণ দুচোখওয়ালা একটা পক্ষও যে এদেশে গড়ে ওঠা স্বাভাবিক, তারাও কিছু না কিছু বোঝে, এদেশের অবস্থা নিয়ে তাদেরও কিছু কথা আছে– এটা পুরোটাই ভুলে যান অথবা অস্বীকার করেন। রাজনীতিবিদদের ধারণা, রাজনীতিবিদ ছাড়া দেশ চলে না। আমাদের কি ভুলে যাওয়া উচিৎ যে, শ্রদ্ধেয় বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমেদ, বিচারপতি হাবিবুর রহমান ও বিচারপতি লতিফুর রহমানের মতো লোক, যারা আজীবন রাজনীতির ধারে কাছেও ছিলেন না, তারাও সুযোগ পেয়ে এদেশ চালানোর মতো যথেষ্ঠ যোগ্যতা দেখিয়েছেন। তাদের মুখেও তো রাজনীতিবিদরা যতটুকু সম্ভব কলঙ্কের কালিমা মেখে দিতে একটুও দ্বিধা করেননি। আমি নিশ্চিত যে, তাদের মতো অরাজনৈতিক দক্ষ ও যোগ্য লোক এদেশে এখনো অনেক আছেন। রাজনীতিবিদদের দিয়েই যে দেশ চালাতে হবে, এটা কি অবশ্যম্ভাবী? আমরা জানি জন্ডিস রোগী বিশ্বের সবকিছুকে হলুদ দেখাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বিশ্বটা কি আসলেই হলুদ? নইলে এই বায়ান্ন বছরে এদেশের এই গোলে-হরিবোল অবস্থা কেন? তাতে কারো কিছু বলার থাকতে পারে না। তারা যা বোঝেন, অন্য আরো কেউ তা বোঝেন না– এ ধারণা কেন? 'পদ আছে তাই পদাঘাতের জন্য, পৃষ্ঠদেশও হন্যে হয়ে খোঁজেন, ত্রিকাল অজ্ঞ বায়স কূলপতি সকল কিছু বোঝেন'– ধারণাটা আদৌ ঠিক না।

বিএনপি দেশ পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়ে ৩১ দফা সম্বলিত সংবিধান সংশোধন ও রাজনৈতিক নীতিমালা প্রকাশ করেছে। অনেক দফা পড়তে খুব ভালো লাগলো। অনেক কথা গঠনমূলকও বটে। তবে অনেক বিষয় নিয়েই আমার চিন্তার ভিন্নতা আছে। এদেশের রাজনীতি যেখানে পচে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে, সেখানে রাজনীতিবিদদের স্বভাবের পরিবর্তন না করে শুধু কাজের কিছু পরিবর্তন করলেই যে সব ঠিক হয়ে যাবে, একথা মেনে নেওয়া যায় না। আমার মনে হয়, বিগত পঞ্চাশ বছরে তো সংবিধান কম পরিবর্তন হলো না, লাভের লাভ কতটুকু হলো! রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাও তো কম হলো না। এসব অভিজ্ঞতার আলোকে পরিবর্তনগুলো এমনভাবেই করা প্রয়োজন যে, রাজনীতিবিদদের যাতে জবাবদিহিতা থাকে। রাজনীতিকে কেউ যেন লাভজনক পেশা হিসেবে না নিতে পারে। এজন্য রাষ্ট্র এবং সরকারের মধ্যে একটা ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা থাকতে হবে। আগামী আরো একশ বছর যাতে দেশটা সুন্দরভাবে চলে। কোনো পক্ষ যেন দেশটাকে নিজেদের সম্পত্তি ভাবতে না পারে। মানুষ মঙ্গলগ্রহে পাড়ি জমাচ্ছে, আর বাংলাদেশের মতো এত সুন্দর ছোট্ট একটা দেশ পরিচালনা করা কি কঠিন কোনো কাজ? এদেশের মানুষ দিয়েই সবকিছু সম্ভব। প্রয়োজন সংশ্লিষ্ট পক্ষের আন্তরিক ইচ্ছাশক্তি ও তার বাস্তবায়ন। চিন্তাধারায় সততা ও স্বচ্ছতা। ছোটবেলায় রামপ্রসাদি শুনতে যেতাম। সুর করে গাইতো 'মক্কা-কাশী-শ্রীবৃন্দাবন, অকারণ ঘুরে ঘুরে মরণ, আগে নিজের স্বভাব সুন্দর কর, তারপর ...'। এদেশের রাজনীতি যে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত, তার চিকিৎসায় ব্যবস্থাপত্র দিতে আক্রান্ত রোগীদের না নেওয়াই ভালো। ব্যবস্থপত্র দিতে দুচোখওয়ালা অরাজনৈতিক চিকিৎসক হওয়াই বাঞ্চনীয়। রাজনীতিবিদরা নিজেদেরকে যতই অপরিহার্য অংশ ভাবুক, এদেশে যোগ্য লোক অনেকেই আছেন, যারা দেশের ভালো-মন্দ নিয়ে ভাবেন, আবার দেশটা চালাতেও সক্ষম। তারাও এদেশের

সুশিক্ষিত নাগরিক। দেশাত্ববোধ তাদেরও আছে। লালন গেয়েছিলেন, 'অমৃত মেঘের বারি মুখের কথায় কি মেলে, চাতক স্বভাব না হলে।' এদেশের রাজনীতিবিদদের মধ্যে কজনের সেই চাতক-স্বভাব আছে, কেউ কি গণনা করে দেখেছেন? আমরা এদেশে সুস্থ রাজনৈতিক ধারা চাই, দেশের মানুষের কাছ থেকে সুস্থ চিন্তার বিকাশ চাই, চাই মিথ্যা ও চটকদার বুলিমুক্ত চলে-ফিরে শান্তিময় একটা সমৃদ্ধ দেশ।

(২০ জুলাই ২০২৩, দৈনিক যুগান্তর বাতায়ন কলামে প্রকাশিত)

ড. হাসনান আহমেদঃ অধ্যাপক, ইউআইইউ; গবেষক ও শিক্ষাবিদ; প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ।